সংবাদ

তারিখ 28 NOV 2008
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৭

ছাত্র সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে

গত কয়েকদিনে বেশ কয়েকটি কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ছাত্র, পুলিশ ও ব্যবসায়ীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। সর্বশেষ গত বুধবার রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে লোকাল বাসকর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। পত্রিকার খবর মারফত জানা যায়, বাসের ভাড়া নিয়ে সৃষ্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে বাস কন্ডাক্টর ও বিজ্ঞান কলেজের ছাত্রদের মধ্যে সংঘর্ষ সৃষ্টি হয়। এক পর্যায়ে এই সংঘর্ষটি গোটা ফার্মগেট এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্র-বাস কর্মচারী ও পুলিশ ত্রিমুখী সংঘর্ষ ব্যাপক হওয়ায় আহতের ঘটনাও ঘটে। এর আগে মঙ্গলবার রাজধানীর শান্তিনগর হাবীবুল্লাহ বাহার বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কর্ণফুলী গার্ডেন সিটি মার্কেটের ব্যবসায়ীদের মধ্যে ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটে। এতে ছাত্র-শিক্ষকসহ কমপক্ষে ১৫ জন আহত হয়। এ সময় ৪/৫টি গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। জানা যায়, গত মঙ্গলবার ওই মার্কেটের চতুর্থ তলায় ফাস্টফুডের দোকানে ছাত্রদের আড্ডা দেয়াকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের সূত্রপাত। সংঘর্ষ চলাকালে কাকরাইল থেকে মালিবাগ মোড় পর্যন্ত প্রায় ৩ ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ থাকে। এ সময় আশপাশের সংযোগ সড়কে ব্যাপক যানজট সৃষ্টি হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে।

চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের দুটি ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মী এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু শিক্ষার্থীর সোমবার সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়াটি কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জানা যায়, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজের ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের সদস্যরা ভর্তি ফরম তোলার বাণিজ্য নিয়ে এ সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের ক্যাডাররা এ সংঘর্ষে তাদের নিজ নিজ দলীয় পেশিশক্তি প্রদর্শন করতে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে একে অন্যের ওপর হামলা করে। ছাত্রাবাসের কয়েকটি কক্ষে অগ্নিসংযোগ করা হয়। ভর্তিচ্ছু ছাত্রছাত্রীদের নিজ নিজ দলে টানাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা এ সংঘর্ষটি ক্রমেই পুরো ক্যাম্পাসে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এতে আতঙ্কিত হয়ে ছোটাছুটি করতে থাকলে অনেকেই আহতহয়। পরে সংঘর্ষের ঘটনায় চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়।

তারও দু'দিন আগে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এলাকায় অন্য এক ঘটনায় পুলিশের সঙ্গে ঢাবির ছাত্রদের সংঘর্ষে ব্যাপক ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটে। তুচ্ছ একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষের এমন ঘটনা দুঃখজনক। আমরা এর আগেও গত বছর আগস্ট মাসে ঢাবির জিমনেশিয়ামে সেনাবাহিনীর সদস্য ও ছাত্রদের মধ্যে যে সংঘর্ষের ঘটনটি ঘটেছিল তার বিরূপ প্রভাব দেখেছি গোটা দেশে কীভাবে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই সংঘর্ষগুলো আমাদের জন্য কোন সুখবর নয়। হামলাগুলো থেকে ছাত্রদের মধ্যে বিরাজ করছে অসহিষ্ণুতা ও অস্থিরতা। শুধু তাই নয়, ছাত্রদের মধ্যে দলীয় সন্ত্রাস এবং ক্যাডার সংস্কৃতি যা আবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে সেটাও দেখা যাচ্ছে। কোন কোন মহল থেকে ছাত্রদের উস্কানি দেয়াও বিচিত্র কিছু নয়। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য হাসিলের লক্ষ্যে অতীতেও ছাত্রদের উস্কে দিয়ে এ ধরনের নৈরাজ্যকর অবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সুতরাং কথায় কথায় বা তুচ্ছ ঘটনায় ছাত্রদের ব্যাপক সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়া কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এটা বন্ধ করতে হবে। এখানে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, সরকার এবং ছাত্রসমাজকে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। ছাত্র সংঘর্ষকে পুঁজি করে নৈরাজ্য সৃষ্টির এই প্রবণতা অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে মোকাবেলা করেই নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে।